আহমদ দীদাত— বাইবেলের মুসলিম পণ্ডিত

আবদুল্লাহ্ আল আমীন

আহ্মদ দীদাত নামের ব্যক্তিটি বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে সুপরিচিত না হতে পারেন কিন্তু প্যাশ্চাত্য বিশ্বের অনেক অমুসলিমের কাছে সুবিদিত। এর কারণ হচ্ছে, দীদাত অন্যান্য মুসলমান আলেম, সাধক, পণ্ডিত বা আধ্যাত্মিক শক্তিধারী বুজুর্গ ব্যক্তিদের মত মুসলমানদের মধ্যে ইসলামের চিরন্তন বাণীগুলোকে প্রচার করার জন্য ব্রত গ্রহণ করেননি। তিনি চেয়েছিলেন, বিধর্মীদের মধ্যে, বিশেষ করে খ্রীস্টানদের মধ্যে ইসলামের অবিকৃত ও শাশ্বত বাণীগুলোকে ছড়িয়ে দিতে। কেননা, কুরআন পাকে আল্লাহ্ তায়ালা ইসলামের দাওয়াত বিধর্মীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য বিশেষভাবে তাগিদ দিয়েছেন। দীদাত এই দাওয়াতী কাজের জন্য নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন অনলস অধ্যবসায়ের দ্বারা। প্রায় চার দশকের অধিক সময় ধরে তিনি এই কাজে নিজেকে সক্রিয়ভাবে ব্যাপৃত রেখেছিলেন। নানা রকম প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য বাস্তবায়িত করার জন্য।

দীদাতের পুরো নাম হচ্ছে শেখ আহমদ হোসেন দীদাত। ১৯১৯ সালে তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের সুরাত জিলায় তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন পেশায় একজন দর্জী। দীদাতের জন্মের অব্যবহিত পর-ই পিতা দক্ষিণ আফ্রিকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন ভাগ্যের অন্বেষণে। মা-কে দীদাত শেষবারের জন্য দেখেছিলেন ভারত থেকে চলে আসবার সময়। দক্ষিণ আফ্রিকা পৌঁছাবার মাত্র কয়েক মাস পরে-ই দীদাতের মাতা পরলোকগমন করেন।

১৯২৭ সালে দীদাত যখন দক্ষিণ আফ্রিকায় আসেন তখন তিনি ছিলেন কপর্দকহীন। তাঁর না ছিলো কোন আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, না পারতেন তিনি ইংরেজি বলতে। বিদেশ-বিভূঁই-তে বসে বালক দীদাত তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করতে লাগলেন। কে তখন জানতো, এই বালকটি একদিন অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত হিসাবে বিশ্বব্যাপী পরিচিতি লাভকরবেন?

বালক দীদাত ভাষার প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রথমে শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি একাগ্রচিত্তে আত্মনিয়োগ করেন। আর তাতে আশানুরূপ ফল-ও লাভ হতে লাগলো। কঠোর অধ্যবসায়ের সাথে পড়াশোনা করে বিদ্যালয়ে কৃতিত্বের সাথে বছরের পর বছর উত্তীর্ণ হতে লাগলেন। কিন্তু অর্থাভাবে ষষ্ঠ শ্রেণীর পর আর তাঁর পক্ষে বিদ্যালয়ের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। মাত্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁকে স্কুল ছেড়ে দোকানে দোকানে বিক্রেতাকর্মী হিসেবে কাজ করতে হয় রুটি-রুজি সংস্থান করার তাগিদে। এই চাকরি করতে গিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

তখন সময়টা ছিল ১৯৩৯ সাল। ঘটনাস্থল ছিল নাটাল প্রদেশের দক্ষিণ সমুদ্র তীরবর্তী অ্যাডামস্ মিশন (Adams Mission) নামক একটি শহরের দোকান। দীদাত সেখানে কতিপয় মুসলমান সহকর্মীর সাথে কাজ করতেন। দোকানের পাশেই ছিল অ্যাডামস

http://islaminonesite.wordpress.com

মিশন কলেজ নামক একটি খ্রীস্টান সেমিনারী। সেমিনারীর যুবক প্রশিক্ষণার্থী মিশনারীরা যখন স্বল্প সময়ের জন্য দোকানে আসতো, তখন তারা ইসলামের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে অবমাননাকর উক্তি করতো। কুড়ি বছরের যুবক দীদাত যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ইসলামের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে অক্ষম হয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে দিতেন। মিথ্যা প্রচারনা প্রতিহত করার জন্য দীদাতের অন্তঃকরণে জেগে উঠতো অদম্য বাসনা। ভাগ্য ছিল সুপ্রসন্ন; হঠাৎ করে-ই দীদাত সন্ধানলাভ করলেন একটি বইয়ের যার নাম ছিল- "ইজহারুল হক" অর্থাৎ প্রকাশিত সত্য। এই রকমের-ই একটি বইয়ের দরকার ছিল দীদাতের। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং তাদের শাসনামলে খ্রীস্টান মিশানারীদের দ্বারা সংঘটিত অপকর্মগুলো প্রতিহত করতে ভারতীয় মুসলমানরা যে সব নীতি ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করে সফল হয়েছিল, এই বইটিতে সে সম্পর্কেই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছিল। বইটি পাঠ করে দীদাত অপরিসীম অনুপ্রেরণা লাভ করেন। একজন গ্রজ্ঞ যুক্তিবাদীর যে সব জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি লাভ করা উচিত, তার শিক্ষা দীদাত পেয়েছিলেন এই বইটি থেকে।

নতুন এক উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে দীদাত নিজেকে একজন সুদক্ষ তার্কিক হিসেবে গড়ে তোলার নিমিত্তে একটি বাইবেল ক্রয় করলেন। বাইবেলের প্রতিটি ছত্র তিনি গভীর অভিনিবেশ সহকারে পড়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লোষণে মুন্সীয়ানা অর্জন করলেন। এরপর তিনি অ্যাডামস, মিশন কলেজের প্রশিক্ষর্ণাথীদের সাথে মুখোমুখি বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। তাঁর দাঁতভাঙ্গা, শাণিত যুক্তিতর্কের কাছে হেরে গিয়ে ঐসব শিক্ষার্থীরা পিছুটান দিলো। ইসলাম, মুহাম্মাদ (সা) আল কুরআন ও মুসলমানদের সর্ম্পকে তাদের মধ্যে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি করলেন । উৎসাহিত হয়ে দীদাত এরপর প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষকদের সাথে এমনকি পার্শ্ববর্তী এলাকার খ্রীস্টান পাদ্রীদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হলেন। ক্রমে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে উঠলেন তিনি। বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠলো তাঁর মনে।

তাঁর বিয়ে, সন্তানদের জন্ম, পাকিস্তানের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে সেখানে তিন বৎসরকাল অবস্থান-কোন কিছুই তাঁকে তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। খ্রীস্টান মিশনারীদের ইসলামকে মিথ্যা প্রচার-প্রপাগাণ্ডার মাধ্যমে বিকৃত করে উপস্থাপনা করার সমস্ত প্রচেষ্টাকে তিনি নস্যাৎ করে দিতে সদাজাগ্রত থাকতেন।

স্পষ্টভাষী দীদাতকে অপ্রিয় যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে খ্রীস্টান ধর্মের অসংখ্য ভ্রান্ত ও যুক্তি বিকৃত ধারণাগুলোর মূলোৎপাটন করা এবং বাইবেলের বিকৃতিগুলোকে প্রমাণ ও যুক্তি সহকারে খ্রীস্টানদের সামনে উপস্থাপনা করা । বাইবেলের অনেক খ্রীস্টান প্রণ্ডিতবর্গ বাইবেলের এই মুসলিম পণ্ডিতের প্রজ্ঞার কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। জস ম্যাকডাউয়েল, যুক্তরাষ্ট্রের জিমি সোয়াগার্ট, সুইডেনের সোবার্জের সাথে দীদাত যে দৃঢ়প্রত্যয়ী বির্তকে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তা ভিডিও ক্যাসেট ও ইন্টারনেটে সংরক্ষিত আছে। খ্রীস্টান পণ্ডিতদের কেউ কেউ দীদাতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন আবার কেউ কেউ বিরাগভাজন হয়েছেন। দীদাতের ক্ষুরধার আক্রমণের ধারা ও পদ্ধতি মুষ্টিমেয় মুসলমানে-ও গাত্রদাহের কারণ। কিন্তু দীদাত তাতে দমে যাননি। যা শাশ্বত, সত্য ও সুন্দর তা প্রকাশ করতে তিনি কখনো পিছপা হননি; তোয়াক্কা করেননি কারো হুমকি-ধমকি

http://islaminonesite.wordpress.com

বা ভয়-ভীতি। অকুতোভয় দীদাত জানতেন যে, সবার মন রক্ষা করা সম্ভব নয়; তাই সত্য অপ্রিয় হলে-ও ব্যক্ত করতে হবে।

দীদাত কর্তৃক রচিত বইগুলোর নাম দেখলেই স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, দীদাত অসত্য, বিকৃতি ও বিভ্রান্তির বেড়াজাল ছিন্ন করে সত্য প্রকাশে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য পুস্তিকাগুলোর মধ্যে আছে- Christ in Islam, What the Bible says about Mahammad (PBUH), Resurrection or Resuscitation, What is His Name?, Crucifixion or Cruci- Fiction, 50000 Errors in the Bible, What was the sign of Jonah?, Is the Bible God's Word?, The God that Never Was, Muhammad (SAW) - the Naturai Successor to Christ (As) Combat kit Against Bible Thumpers ইত্যাদি। ভিডিও ক্যাসেট আকারে বের হয়েছে- The Truth about Trinity, Jesus- Man, Myth or God?, Orginal Sin, After Dinner Dialogue with Christians, Is Jesus God?, Was Christ Crucified?

ইত্যাদি। এসব পুস্তিকা ও ক্যাসেট দীদাতের অসাধারণ পাণ্ডিত্য শাণিত যুক্তিতর্ক ও গবেষণালব্ধ জ্ঞানকে প্রাঞ্জল ভাষায় সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছে।

বিধর্মীদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেবার জন্য ও বিতর্কে অংশ গ্রহণের জন্য দীদাত একাধিক ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন- ইংরেজী, সোয়াহিলী, ফরাসী, ইন্দোনেশিয়ান, মালয়েশিয়ান, জুলু, স্প্যানিশ, আরবী, উর্দু হিন্দী ইত্যাদ। "বাইবেলের মুসলিম পণ্ডিত" বলে খ্যাত দীদাত পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে বাইবেলের ওপর সেমিনার করেছেন এবং অসংখ্য মনোগ্রাহী বক্তৃতা দিয়েছেন। ইসলামের সুমহান বাণী বিশ্বের সকল মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার মহান লক্ষ্যে যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী গঠন করার মানসে তিনি "আস-সালাম" নামক একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। অবিশ্বাস্য হলে-ও সত্য যে, তিনি শুধুমাত্র তাঁর পরিবারের সদস্যদের সহায়তায় ঔ প্রতিষ্ঠান এবং তৎসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মাণ করেছেন যা আজো তাঁর কীর্তির মহিমা ঘোষণা করেছে। তিনি ছিলেন নাটাল প্রদেশের ডারবান শহরে নির্মিত আন্তর্জাতিক ইসলাম প্রচারকেন্দ্রের (Islamic Propagation Centre International) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। চার দশকের অধিক সময় ধরে তিনি ছিলেন এই প্রচারকেন্দ্রের প্রধান। নিজের লেখা বইগুলোর লক্ষ লক্ষ কপি বিনামূল্যে সারা বিশ্বে বিতরণ করেছেন প্রচারকেন্দ্রের মাধ্যেমে। বিশ্ব জুড়ে কয়েক হাজার বক্তৃতা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করে দীদাত খ্রীস্টান ধর্মযাজকদের মন জয় করেছেন, অনেককে যুক্তিতর্কের বাণে নাস্তানাবুদ করেছেন। সত্যের সন্ধান পেয়ে কয়েক হাজার বিধর্মী তাঁর হাতে বায়াত গ্রহণ করেছেন- ইসলামের পতাকাতলে এসে নবজীবন লাভ করেছেন। তাঁর অমূল্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৬ সালে তাঁকে "বাদশাহ ফয়সাল আর্ন্তাজাতিক পুরস্কার " –এ ভূষিত করা হয় যা ছিল এক দুর্লভ সম্মান।

কয়েক বৎসর আগে অষ্ট্রেলিয়া ভ্রমণকালে সেখানকার মুসলমানদের দ্বারা প্রাকাশিত "নিদাউল ইসলাম" নামক একটি পত্রিকার সাথে সাক্ষাৎকার দিতে গিয়ে তাঁর অনেক ক্ষোভ- মেশানো বক্তব্য তুলে ধরেন। খ্রীস্টানদের সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হবার ব্যাপারে মুসলমানদের অনীহা এবং তাদের সামনে মুসলমান হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে

http://islaminonesite.wordpress.com

কুণ্ঠাবোধকে তিনি মুসলমানদের জন্য চরম অজ্ঞতার পরিচায়ক বলে মন্তব্য করেছেন। দীদাত দাওয়াহ কর্মকাণ্ড থেকে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকার জন্য মুসলমানদের দোষারোপ করেছেন। খ্রীস্টানরা দীদাতকে তাদের ধর্ম ও ধর্ম গ্রন্থের বিকৃতি সম্পর্কে যুক্তি উপস্থাপন করায় তাকে দোষারোপ করে। দীদাত মেনে নিতে পারেন না। মুসলমানরা-ই যখন অভিযোগ করে– "Deedat stirs friction and creates reaction" তখন দীদাত বলেন, আজকের বিশ্বে যে সব জায়গায় মুসলমানদের বসতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সে সব জায়গায় এক সময় বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী (বিশেষত খ্রীস্টানদের) বসতি ছিল। তাই আজকের খ্রীস্টানরা মুসলমানদের ওপর নাখোশ- তারা ভুলতে পারে না যে, এক সময়কার খ্রীস্টান জনপদগুলো মুহাম্মদের (সা) আর্বিভাবের পর থেকে ইসলামের পতাকাতলে বিলীন হয়েছে। বিশেষ করে আরব-খ্রীস্টানদের কাছে এই বাস্তবতা খুবই অসহনীয় এমনকি ঘৃণার্হ। আর এই কারণেই আরব-মুসলমানরা যদি আরব-খ্রীস্টানদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে যায় তবে তা আরব–খ্রীস্টানদের গাত্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

দীদাত ভ্রাতৃপ্রতিম ধর্মীয় সংলাপের জন্য ভ্যাটিকানের পোপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পোপ সব সময় বিষয়টি সুকৌশলে এড়িয়ে গেছেন। দীদাত His Holiness Plays Hide and Seek অর্থৎ পোপের লুকোচুরি খেলা শীর্ষক একটি লিফলেট প্রকাশ করে তাঁর ক্ষেদোক্তি উপস্থাপন করেছেন।

জন্মসূত্রে ভারতীয় হলে-ও দীদাত দক্ষিণ আফ্রিকাকে আপন মাতৃভূমি করে নিয়েছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদের একটা বড় অংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত । এদেরকে দীদাত উঁচু দরের মুসলমান হিসেবে মনে করে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে আসেন তাদের ধর্মীয় অনুভূতি সমুজ্জ্বল রাখার জন্য। মুসলমানরা দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যার মাত্র দুই শতাংশ হলে-ও কেবলমাত্র মুসলমানদের কারণেই ডারবান, জোহানেসবার্গ এবং কেপ টাউনের মত বড় বড় শহরে প্রতিটি ভেড়া এবং গরু ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী জবেহ করা হয়। ঠিক একই কারণে দেশের ৮৫% মুরগীর গোশত-হালাল। শরীয়ত পালনের ব্যাপারে দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানদেরকে দীদাত অত্যন্ত নিষ্ঠাবান বলে মনে করেন।

জীবন সায়াহ্নে এসে দীদাত পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। যদিও তিনি বাক ও চলনশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন তথাপি তিনি বিশ্বের সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকছেন সংবাদপত্র পাঠ করে এবং টেলিভিশনের সংবাদ শুনে। তবে তিনি সর্বাবস্থায় আল কুরআন তিলাওয়াতের ক্যাসেট শুনতে পছন্দ করেন।

হাদীসে আছে, মু'মিন ব্যক্তির জন্য অসুখ-বিসুখ আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষাস্বরূপ । অসুখের মাধ্যমে বান্দার অনেক পাপ মওকুফ করে দেয়া হয় অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে সামান্য কষ্ট ভোগ করিয়ে বান্দাকে পাপমুক্ত করিয়ে পরকালে জান্নাতে দাখিল করাই আল্লাহর ইচ্ছা। আহমদ দীদাত সম্ভবত দুনিয়ার জীবনে আজ সে অবস্থার মখোমুখী । বিশ্বের সকল মুসলমানের কাছে দীদাত দোয়াপ্রার্থী যেন তিনি কালেমা শাহাদাত পাঠ করতে করতে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করতে পারেন। আল্লাহপাক দীদাতের মকছুদ পূর্ণ করুন। আমীন। ■

http://islaminonesite.wordpress.com